সংক্ষিপ্ত
হজ্জ নির্দেশিকা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
• ভূমিকা	১
• সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন	২
• বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন	৩
• খরচের খাত	৩-৪
• হাজীদের প্রদত্ত সরকারি সুবিধাসমূহ	৫
• স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৫
• পুলিশ ছাড়পত্র	৬
• প্রশিক্ষণ	৮
• হজ্জ যাত্রীদের করণীয়	৯
ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে	৯
যে সকল জিনিস সাথে নিতে হবে	১৩

	পৃষ্ঠা
জেদ্দা বিমান বন্দর	১৬
মক্কা/মদিনা	১৯
মিনা/আরাফাত	২৩
দেশে ফেরার পথে	২৭
• ওমরার জন্য করণীয়	২৯
• এহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম	২৯
• ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ	৩১
• সায়ী করার নিয়ম	৩৬
• হজ্জের জন্য করণীয়	৩৯
• বিদায়ী তাওয়াফ	৪৬
• মসজিদে নববী যিয়ারত	৪৭
• যিয়ারতের নিয়ম	৪৭-৪৮
• যিয়ারতের সময় যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ	৪৮-৪৯
• গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর	৫০

সংক্ষিপ্ত

হজ্জ নির্দেশিকা

ভূমিকা ঃ

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ। শারীরিক এবং আর্থিক দিক থেকে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। হজ্জের বিভিন্ন আরকান আহ্‌কাম সম্পাদনের জন্য শারীরিক সামর্থ্য অপরিহার্য। অধিক বয়সের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে হজ্জ পালন করা শ্রেয়ঃ। হজ্জ করার নিয়ত করার পরে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। সরকারি ও

বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন করা যায়। হজ্জ প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক আনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু ধারণা দেয়া হল ঃ—

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন

সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটিমাত্র ক্যাটাগরীতে আগ্রহী ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করতে পারেন। সরকার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় টাকা একত্রে জমা দিতে হয়। টাকা জমা দেয়ার পর নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ঘোষিত তারিখের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দিতে হয়।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা হজ্জ সম্পাদন করবেন, তারা সরকার অনুমোদিত হজ্জ এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দিবেন। খরচের হিসাব এবং কি কি সুবিধা এজেন্সি দিবে সে সম্পর্কে হজ্জ অফিস হতে সরবরাহকৃত চুক্তিনামা অবশ্যই সম্পাদন করবেন। সরকার অনুমোদিত নয় এমন কোন এজেন্সি বা কাফেলাকে টাকা দিলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হজ্জের খরচের খাতসমূহ

ক্রমিক নং	খরচের খাত
১	এম্বারকেশন ফি
২	ভ্রমণ কর

৩	ইনসিওরেন্স ও সারচার্জ
৪	সার্ভিস চার্জ (ব্যাজকার্ড, পুস্তিকা, কব্জিবেল্ট)।
৫	মোয়াল্লেম ফি
৬	আপৎকালীন ফান্ড
৭	মক্কা ও মদিনা শরীফের বাড়ী ভাড়া।
৮	হজ্জযাত্রীদের সৌদিআরবে অবস্থান-কালীন খাওয়া-দাওয়া, কুরবানী ও অন্যান্য খরচ।

উপরে বর্ণিত খরচের খাতসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জগমনেচ্ছু যাত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে বাড়ীভাড়া ও খাওয়া খরচের মধ্যে কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

হাজীদের প্রদত্ত সরকারি সুবিধাসমূহ

- বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন প্রদান।
- জেদ্দা বিমানবন্দর, মক্কা এবং মদিনায় চিকিৎসা সুবিধা এবং বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান।
- মক্কা এবং মদিনা হজ্জ মিশনের মাধ্যমে হাজীদের যে কোন সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে স্ব-স্ব জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক গঠিত (যে সমস্ত জেলায় মেডিকেল কলেজ অবস্থিত সেখানে মেডিকেল কলেজের পরিচালক কর্তৃক গঠিত) মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে

একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, মেনিনজাইটিস ইনজেকশন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। জেলা পর্যায়ে মেনিনজাইটিস ভ্যাকসিন না থাকলে হজ্জ ক্যাম্পে রিপোর্ট করার পর হজ্জ ক্যাম্পে মেডিকেল বোর্ডের নিকট থেকে ইনজেকশন গ্রহণ করা যাবে। স্বাস্থ্যসনদ (Medical Certificate) ছাড়া কেউ হজ্জে যেতে পারবেন না।

পুলিশ ছাড়পত্র

সৌদি কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক হজ্জ যাত্রীগণের হজ্জে যাওয়ার প্রাক্কালে পুলিশ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনার

হাজীদের জন্য জেলা প্রশাসকগণ পুলিশ সুপারের নিকট ছাড়পত্রের জন্য হজ্জযাত্রীদের তালিকা প্রেরণ করলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে অথবা বিশেষ দূত মারফত সরাসরি ঢাকাস্থ হজ্জ অফিসে ছাড়পত্র প্রেরণ করেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা হজ্জে গমন করেন তাদের তালিকা স্ব-স্ব হজ্জ এজেন্সি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে হজ্জ অফিস ঢাকাতে পেশ করবে। হজ্জ অফিস ঢাকা উক্ত তালিকাসমূহ হজ্জ ক্যাম্পে স্থাপিত পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ পূর্বক ছাড়পত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রশিক্ষণ ঃ

হজ্জে গমনেচ্ছুদের নাম তালিকাভুক্তির পর ১ম পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা/ বিভাগীয় অফিস সুবিধামত সময়ে হজ্জ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। ২য় পর্যায়ে হজ্জ যাত্রার ৩ দিন পূর্বে হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থানকালে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা হজ্জ বিষয়ক নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া হজ্জ বিষয়ক কোন তথ্য জানার জন্য যে কোন সময় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ্জ অফিস এবং জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিসে যোগাযোগ করা যাবে।

হজ্জযাত্রীদের করণীয়

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে

- হজ্জ অফিস থেকে প্রেরিত অনুমতিপত্রে নির্ধারিত তারিখে সকাল ১০ টার মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীবৃন্দ হজ্জ ক্যাম্পে রিপোর্ট করবেন ;

- বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীবৃন্দ সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সীর ধার্য তারিখে হজ্জ ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট যাচাই করাবেন এবং এজেন্সীর পরামর্শক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হজ্জ ক্যাম্পে রিপোর্ট করার সময় সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীকে হজ্জে গমনের

অনুমতিপত্র, ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার ডুপ্লিকেট রশিদ, মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগে আনতে হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সির পরামর্শমত অন্যান্য কাগজপত্র সংগে আনতে হবে ;

- হজ্জ ক্যাম্পের ডরমেটরীতে শুধুমাত্র হজ্জ-যাত্রীদের অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়। অতএব হজ্জযাত্রীবৃন্দ কোন অবস্থাতেই আত্মীয়-স্বজন সাথে আনবেন না। তবে নীচ তলায় বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজের জন্য আত্মীয়-স্বজন সহযোগিতা করতে পারেন। এক্ষেত্রে হজ্জ ক্যাম্পে পর্যাপ্ত

সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক হজ্জযাত্রীদের সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত থাকেন ;

- হজ্জ ক্যাম্পে ধূমপান নিষিদ্ধ। হজ্জযাত্রীদের নির্ধারিত মূল্যে খাবার সরবরাহের জন্য হজ্জ ক্যাম্পে ৩টি ক্যান্টিন রাতদিন খোলা থাকে। বাইরে থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য আনার প্রয়োজন নেই ;

- সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জযাত্রীদের সৌদি আরবে খাওয়া খরচ এবং কোরবানীর টাকা হজ্জ ক্যাম্পের বিভিন্ন ব্যাংক বুথ থেকে নগদ সৌদি রিয়ালে ও মার্কিন ডলারে অথবা উভয় মুদ্রার টি.সি-তে দেয়া হয় ;

- বেসরকারি হজ্জযাত্রীবৃন্দ এজেন্সির সাথে চুক্তি অনুযায়ী খাওয়া ও কোরবানীর ব্যবস্থা করবেন ;

- ইচ্ছা করলে প্রত্যেক হজ্জযাত্রী অতিরিক্ত ৩৫০ মাঃ ডলারের সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল সাথে নিতে পারবেন ;

- টিকেট, পাসপোর্ট, বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য জরুরী কাগজপত্র পাওয়ার পর সেগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। এগুলি হারানো বা চুরি গেলে হজ্জে যাওয়া সম্ভব হবে না। টিকেট, পাসপোর্ট এবং ব্যাংক ড্রাফ্ট নম্বর আলাদা নোট-বুকে সংরক্ষণ করা উত্তম ;

- হজ্জযাত্রীগণ প্রয়োজনীয় মালামাল নিজে বহন করতে পারেন এরূপ একটি চামড়া/ক্যানবাসের/রেকসিনের স্যুটকেস সাথে নিতে পারেন। টিনের ট্রাঙ্ক বা স্যুটকেস কোন অবস্থায় হজ্জযাত্রীদের সাথে নিতে দেয়া হবে না। বেশী মালামাল যেমন—কাঁথা,

কম্বল, বালতি, বদনা ইত্যাদি না নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হ'ল। ব্যাগের উপর অবশ্যই নাম, পাসপোর্ট নং এবং ঠিকানা লিখতে হবে ;

- হজ্জযাত্রীবৃন্দ কমপক্ষে ২ সেট এহ্‌রামের কাপড়, ২ সেট পায়জামা-পাঞ্জাবী, ২টি লুঙ্গি, ২টি টুপি, ২টি গেঞ্জি, ২ জোড়া স্যান্ডেল, ২টি তোয়ালে/গামছা সংগে নিবেন। এছাড়া হজ্জের পূর্বে এবং হজ্জ সম্পাদনের পরে পরিধানের জন্য পছন্দ মাফিক পোশাকাদি নেয়া যাবে। তবে মহিলা হজ্জযাত্রীদের সালোয়ার-কামিজ নেয়াই উত্তম ;

- হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থানকালে মনোযোগের সাথে হজ্জ অফিস আয়োজিত প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য হজ্জযাত্রীগণকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ;

- যে সমস্ত হজ্জযাত্রী সরাসরি মক্কায় গমন করবেন, তারা যাত্রার ৬ ঘন্টা পূর্বে এহ্‌রামের কাপড় পড়বেন এবং ৪ ঘন্টা পূর্বে হজ্জ ক্যাম্পের ইমিগ্রেশন কাউন্টারে রিপোর্ট করবেন। যে সমস্ত হজ্জযাত্রী সরাসরি মদিনা শরীফ যাবেন তাদের ঢাকায় এহ্‌রাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। তারা যাত্রার ৪ ঘন্টা পূর্বে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে রিপোর্ট করবেন। সরাসরি মক্কা বা মদিনা শরীফ যাওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ হজ্জ মিশন, জেদ্দা অফিস নির্ধারণ করে তা হজ্জযাত্রীদেরকে যথা সময়ে জানিয়ে দিবে ;

- বেসরকারি হজ্জযাত্রীবৃন্দ সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সির পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন ;

- হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থানকালে মাইকযোগে যে সমস্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

- হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থানকালে কোন সমস্যা হলে হজ্জ অফিসে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে ;

- ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প থেকে মক্কা মোয়াল্লিম অফিস পর্যন্ত বিমান টিকেট, পাসপোর্ট, মেডিকেল সার্টিফিকেট ও বৈদেশিক মুদ্রা অবশ্যই নিজের সাথে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই লাগেজের মধ্যে রাখা যাবে না ;

- ছুরি, কাঁচি, সুঁই ইত্যাদি ধারালো জিনিস সাথে নেয়া নিষিদ্ধ। তবে লাগেজে নেয়া যাবে।

জেদ্দা বিমান বন্দর

- জেদ্দা বিমান বন্দরে বিমান হতে নামার পরে বাসযোগে জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে নেয়া হবে ;

- বহির্গমন বিভাগে (ইমিগ্রেশন) গিয়ে পাসপোর্টে সীলমোহর লাগাতে হবে। এরপর নিরাপত্তা কর্মকর্তাগণ হজ্জযাত্রীদের জিনিসপত্র চেক করবেন এবং খরচের জন্য সংগে রাখা বৈদেশিক মুদ্রা বা ড্রাফ্‌ট আছে কি-না তা দেখবেন; এরপর ইউনাইটেড এজেন্ট অফিস হতে প্রত্যেককে বাসের টিকেট সংগ্রহ করতে হবে ; কাস্টম কাউন্টারে গিয়ে নিজেদের মালামাল খোঁজ করে বের করে কাস্টম অফিসার দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে ;

- মালামাল পরীক্ষা শেষে কাস্টম শেড হতে মালামালসহ শেডের বাইরে যেতে হবে ;

- শেডের বাইরে মিশন কর্মকর্তাগণ হজ্জ-যাত্রীদের সাহায্য ও গাইড করার জন্য অপেক্ষা করেন। মিশন কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী বাসে উঠার জন্য বাস স্ট্যান্ডে মালামালসহ অপেক্ষা করবেন। বাসে উঠার সময় নিজ নিজ মালামাল বাসে উঠানো হয়েছে কি-না তা দেখে নিতে হবে ;

- হজ্জযাত্রীগণ জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফাত এবং মুযদালিফায় মোয়াল্লিমদের বাসে যাতায়াত করবেন। এ জন্য তাদেরকে বাসের ড্রাইভারদের ভাড়া প্রদান করতে

হবে না। হজ্জযাত্রীদের যাতায়াত ভাড়া পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হয় ;

- মক্কা-মদিনা যাওয়ার পথে বাস রাস্তায় কোথাও থামলে কেউ বাস থেকে নীচে নামবেন না। যদি বিশেষ প্রয়োজনে পায়খানা/প্রস্রাব করার জন্য নামতে হয় তাহলে দূরে যাওয়া যাবে না এবং বাস ড্রাইভার ও সাথের লোকজনকে বলে যেতে হবে। অন্যথায় বাস আপনাকে ফেলে চলে যাবে। বাসে উঠার পর ড্রাইভার/গাইড হজ্জযাত্রীদের পাসপোর্ট নিয়ে নিবেন এবং মক্কা/মদিনায় পৌঁছে ড্রাইভার/গাইড মোয়াস্সাসার শাখা অফিসে জমা দিবেন। পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য ড্রাইভার/গাইডের সাথে কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

মক্কা-মদিনা

- মক্কা-মদিনায় পৌঁছে বাস হতে নেমে প্রথমে নিজের মালামাল ঠিকমত বাস হতে নামিয়ে নিতে হবে। মালপত্র নিয়ে সরকার/এজেন্সীর ভাড়া করা বাড়ীতে উঠতে হবে।

- সৌদি সরকারের আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি (তানায্যুল) ছাড়া হজ্জযাত্রীদের আত্মীয়স্বজন বা অন্য কারো বাড়ীতে থাকার নিয়ম নেই।

- মক্কায় পৌঁছার পরে মোয়াল্লেম অফিসের দেয়া কার্ড সবসময় সাথে রাখবেন। কারণ, ঐ কার্ডে মোয়াল্লেম অফিসের নম্বর লিখা থাকে। ফলে কোন হাজী হারিয়ে গেলে বা মোয়াল্লেম অফিসের নম্বর বলতে

অক্ষম হলে ঐ বেল্ট দেখে বলা যাবে তিনি কোন্ মোয়াল্লেম অফিসের অধীনে আছেন।

- এছাড়া হজ্জ অফিস হতে দেয়া বাংলাদেশের পতাকাখচিত হজ্জযাত্রীর ফটোওয়ালা আইডি কার্ড এবং হাতে লাগানোর বেল্ট সবসময় এহ্‌রাম বা গায়ের জামার সাথে ও হাতে লাগিয়ে রাখবেন। এটা সাথে থাকলে কেউ হারিয়ে গেলেও বাংলাদেশ মিশনে পৌঁছতে ঐ আইডি কার্ড ও কব্জিবেল্ট সাহায্য করবে।

- ঘর হতে বাইরে যাওয়ার সময় একা যাবেন না। সবসময় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করবেন।

- ঘর হতে বাইরে যাওয়ার সময় বিশেষ করে কা'বা শরীফে যাওয়া-আসা ও তাওয়াফ/সায়ীর সময় সাথে বেশী টাকা-পয়সা রাখবেন না। কারণ, মক্কা শরীফে ভিড়ে টাকা-পয়সা হারিয়ে যেতে পারে বা কেউ নিয়ে যেতে পারে। এরূপভাবে মিনাতেও কোরবানী ও শয়তানকে পাথর মারার সময় সাথে টাকা-পয়সা বেশী রাখবেন না।

- সৌদি আরবে অবস্থানকালে প্রচুর ফলের রস এবং পানি পান করবেন এবং সম্ভব হলে লবণ মিশিয়ে পানি পান করবেন।

- রোদের মধ্যে বাইরে বেশী ঘুরাফেরা করবেন না; বিশেষ করে দুপুর রোদের

মধ্যে তাওয়াফ ও সায়ী করলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরবেন।

- শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন। সেখানে আপনাদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য সার্বক্ষণিক ডাক্তার নিয়োজিত থাকে।

- মোয়াল্লেম বা এজেন্সির কর্মকর্তাদের সাথে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধা করবেন, প্রয়োজনে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের কর্মকর্তাদের সাহায্য নিবেন।

মিনা/আরাফাত

- ৭ই জিলহজ্জ রাতে কিংবা ৮ই জিলহজ্জ সকালে এহ্‌রাম অবস্থায় মোয়াল্লেম কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসে মিনা রওয়ানা হবেন। সাথে প্রয়োজনীয় হালকা কিছু কাপড়-চোপড় ও টাকা-পয়সা নিবেন। বাদবাকী জিনিসপত্র সাবধানে ঘরে রেখে যাবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে টাকা-পয়সা মোয়াল্লেম অফিসের কর্মকর্তার নিকট জমা রেখে রশিদ নিবেন।

- মক্কা হতে মিনা/আরাফাতে পায়ে হেঁটে যাওয়া হতে বিরত থাকবেন। কারণ এতে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী।

- মিনায় কোরবানী ও পাথর মারতে যাওয়ার সময় দলবদ্ধভাবে যাবেন এবং সাথে অধিক টাকা-পয়সা রাখবেন না।

- পাথর মারার সময় কখনও পায়ের স্যান্ডেল খুলে গেলে বা হাত হতে পাথর পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন না, এতে জীবন বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

- কোরবানীর জন্য কয়েক জনের পক্ষে সবল ও তরুণ ২/৩ জন গিয়ে কোরবানী দেওয়া উত্তম। বর্তমানে কোরবানীর জন্য ইচ্ছা করলে হজ্জযাত্রীগণ মক্কা/মদিনায় যে কোন ব্যাংকে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

হজ্জ যাত্রীদের পক্ষে কোরবানী দিবেন। এই প্রথা খুবই সহজ। বয়স্ক ও দুর্বল হজ্জযাত্রীদের জন্য এভাবে কোরবানী দেয়াই উচিত।

- প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে চলতে অক্ষম, বৃদ্ধ ও অসুস্থ হজ্জযাত্রীগণ ইচ্ছা করলে তাদের দলের তরুণ হজ্জযাত্রী দ্বারা পাথর মারার ব্যবস্থা করতে পারেন।

- মিনায় বা আরাফাতে কখনও নিজেদের তাঁবু হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের তাঁবুতে পৌছার চেষ্টা করবেন। হজ্জ মিশনের তাঁবুতে পৌছলে স্বেচ্ছাসেবকগণ হজ্জযাত্রীদের নিজ নিজ তাঁবুতে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

- জাবালে রহমত (পাহাড়) উঠার চেষ্টা করবেন না। এমনকি উক্ত পাহাড় দেখার জন্য তাঁবু ছেড়ে কখনও একা একা যাওয়া সমীচীন হবে না। আরাফাতে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

- সৌদি আরব অবস্থানকালে রাস্তা পারাপারের সময় কখনও দৌড় দিবেন না। এতে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। মনে রাখবেন, সৌদি আরবে হজ্জ মৌসুমে গাড়ীর চালকগণ খুবই সাবধানে গাড়ী চালান। তাই দৌড়ে রাস্তা পারাপারের প্রয়োজন হয় না। মিনা এবং আরাফাত ময়দানে হজ্জযাত্রীগণ মোয়াল্লেম নির্মিত তাঁবুতে অবস্থান করবেন।

দেশে ফেরার পথে

- দেশে ফেরার ৩৬ ঘন্টা পূর্বে জেদ্দা বিমান বন্দরের বিমান অফিসে টিকেট ও পাসপোর্ট জমা দিয়ে বিমানের আসন নিশ্চিত করে নিবেন। জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিসে বিমানের কর্মকর্তাগণ হজ্জযাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন।

- কোন হজ্জযাত্রী ৩০ কেজির বেশী মালামাল বিমানে আনতে চাইলে তাকে অতিরিক্ত মাশুল প্রদান করতে হবে।

- বিমান বন্দরে প্রবেশের পর বাইরে যাওয়া হতে বিরত থাকবেন এবং

- বিমান বন্দরে দলের লোকজন একসাথে থাকবেন নতুবা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

- মিনা/আরাফাতে তাঁবুতে অবস্থানকালে ধূমপান ও আগুন জ্বালানো হতে বিরত থাকবেন। এছাড়া মিনা/আরাফাতে রান্না করে খাওয়া নিষিদ্ধ;
- হজ্জব্রত পালন শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কিছু কেনাকাটা করা সমীচীন হবে না;
- প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে কব্জিবেল্ট অবশ্যই পরিধান করতে হবে।

ওমরার জন্য করণীয়

- ইহরাম বাঁধা (ফরজ);
- তাওয়াফ করা (ফরজ);
- সায়ী করা (ওয়াজিব); এবং
- চুল কাটা/মুড়ানো (ওয়াজিব)।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

- ইহরাম বাঁধার পূর্বে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, হাত পায়ের নখ কাটা, গোফ ছোট করা, বগল ও গুপ্ত অঙ্গের লোম পরিষ্কারপূর্বক গোসল করা।
- ইহরামের পোশাক হিসাবে পুরুষরা দু'টি সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরবে/মহিলারা সেলাই করা কাপড় পরবেন।

- মিকাতে পৌছলে ইহরামের নিয়ত করা ও ইহরাম বাঁধার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা সুন্নত।
- ইহরামের কাপড় পরলেই ইহরাম বাঁধা হয় না। নিয়ত করলে ইহরাম বাঁধা হয়। নিয়তের পর পরই উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে হয়। (তালাবিয়া-লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শরীকালাকা, লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিয়ামাতা লাকাযুল মূলক, লা-শারীকালাকা)।
- যারা হজ্জ এবং ওমরার উদ্দেশ্যে সরাসরি মক্কা গমন করবেন তাদের বিমানে আরোহনের পূর্বেই হজ্জ/ওমরার জন্য ইহরামের কাপড় পরে ইহরাম বেঁধে নেয়া প্রয়োজন।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ ঃ

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য

- স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন, শরীরের কোন লোম, চুল কাটা/উঠান, হাত-পায়ের নখ কাটা, কোন জীব জানোয়ারের শিকার করা বা শিকারীকে সাহায্য করা, শরীরে বা কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা, ঝগড়া-ফাসাদ করা

পুরুষদের জন্য

- মাথার সাথে লেগে থাকে এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা, সেলাই করা পোশাক পরা।

শুধু মেয়েদের জন্য

- নেকাব বা বোরকার মুখাবরণ দিয়ে মুখ ঢাকা।

সঠিকভাবে তাওয়াফ করার নিয়ম

- ওজু অবস্থায় কাবা ঘরের নিকট পৌঁছে তালবিয়া পাঠ বন্ধ;
- তাওয়াফের নিয়ত করতে হবে, উচ্চারণ করে নয় মনে মনে;

সম্ভব হলে হাজরে-আসওয়াদের কাছে পৌঁছে "বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আক্‌বর" বলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু। হাজরে-আসওয়াদ ছোঁয়া/চুমু দেয়া ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে হাজরে-আসওয়াদ বরাবর রেখা হতে

হাজরে-আসওয়াদের দিকে মুখ করে "আল্লাহু আক্‌বর" বলে তাওয়াফ শুরু করতে হবে।

- কাবা শরীফকে বামে রেখে তাওয়াফ করতে হবে।
- তাওয়াফের সময় সম্ভব হলে রুকনে ইয়ামেনী (কাবা ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ) পৌঁছার পর বিসমিল্লাহ "আল্লাহু আক্‌বর" বলে রুকনে ইয়ামেনীকে স্পর্শ করা। (ভীড়ের কারণে সম্ভব না হলে স্বাভাবিকভাবে তাওয়াফ করে এগিয়ে যেতে হবে)।
- তাওয়াফ করার সময় কোন নির্দিষ্ট দোয়া নেই। তাওয়াফের সময় কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল বা জিকির করা যায়। প্রতি চক্কর রুকনে ইয়ামেনী থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাও, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও, ওয়াকিনা আযাবাননার ওয়াআদ খিলনাল জান্নাতা মায়াল আবরার" দোয়া পড়তেন। তাই এই দোয়া পড়া সুন্নত।

- তাওয়াফের সময় পুরুষরা "ইজতিবা" অর্থাৎ গায়ে জড়ান চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নীচে রেখে দু'প্রান্ত বাম কাঁধে রাখা। (এটি শুধুমাত্র তাওয়াফের সময় প্রযোজ্য, অন্য কোন সময় নয়)
- তাওয়াফের ১ম ও ৩ চক্কর পরুষরা "রমল" অর্থাৎ/দৌড়ানোর ভঙ্গিতে দ্রুত পদক্ষেপে তাওয়াফ করতে হবে। ৭ (সাত) চক্কর তাওয়াফের পর মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে অথবা হারাম শরীফের

যে কোন স্থানে ২ রাকাত তাওয়াফের ওয়াজিব নামাজ আদায় করতে হবে। ১ম রাকাতে সুরা কাফিরুন ও ২য় রাকাতে সুরা এখলাস পড়া সুন্নত।

- নামাজের পর সম্ভব হলে হাজরে-আসওয়াদে গিয়ে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করা সুন্নত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

তাওয়াফের সময় যদি কোন ওয়াক্তের নামাজের ইক্বামত হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে চক্কর বন্ধ করে নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজ শেষে যেখানে চক্কর বন্ধ করা হয়েছিল সেখান হতে শুরু করতে হবে।

- চক্কর গণনায় ভুল হলে কম সংখ্যাকে অর্থাৎ ৩ চক্কর নাকি ৪ চক্কর হয়েছে এরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে ৩ চক্করকে হিসাবে ধরে তাওয়াফ শেষ করতে হবে।
- হিজরে ইসমাইলের (হাতীম-ই-কাবা) বাইর দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে।

সায়ী করার নিয়ম

- তাওয়াফের পর পরই সায়ী করতে হবে।
- সায়ীর জন্য মনে মনে নিয়ত করতে হবে এবং সাফা পাহাড় হতে সায়ী আরম্ভ করতে হবে।
- সাফা পাহাড়ে উঠে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে "আল্লাহু আকবর" বলে ইচ্ছামত দোয়া করা।

- তারপর যিকির, তাসবিহ ও দোয়া দরূদ পাঠ করতে করতে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে হবে।
- সবুজ চিহ্নের কাছে আসলে পুরুষদের ২য় সবুজ চিহ্ন পর্যন্ত দৌড়ে অতিক্রম করতে হবে। তবে মহিলাদের দৌড়াতে হবে না।
- সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলে এক সায়ী হয়। মারওয়া পাহাড় ও কেবলামুখী হয়ে সাফা পাহাড়ের ন্যায় যিকির তাসবি, দোয়া-দরূদ পাঠ করে সাফার দিকে এগুতে হবে এবং সাফা আসলে আরেক সায়ী হয় এভাবে ৭ বার সায়ী করতে হবে।

- সায়ীর সময় কোন ওয়াক্তের নামাজের ইক্বামত হলে সায়ী বন্ধ রেখে আগে নামাজ আদায় করতে হবে। তারপর যেখান হতে সায়ী বন্ধ রাখা হয়েছিল সেখান থেকে সায়ী শুরু করতে হবে।

চুলকাটা/মুড়ানো

- ওমরাহ শেষে মাথার চুল কাটাতে হবে। চুল কাটার চাইতে মাথা মুড়ানো উত্তম। বিশেষ করে যারা প্রথম উমরা করবে তাদের মাথা মুড়ানো উচিত।
- চুল কাটার ক্ষেত্রে মাথার চতুর্দিক হতে সমানভাবে চুল কেটে ছোট করতে হবে।

মহিলারা তাদের লম্বা চুলের আগা হতে এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটবে।

হজ্জের জন্য করণীয়

হজ্জ তিন প্রকার। যথা ঃ (১) তামাত্তু হজ্জ (২) ইফরাদ হজ্জ এবং (৩) ক্বিরান হজ্জ। এগুলোর মধ্যে তামাত্তু হজ্জ আদায় করা সহজ। বাংলাদেশ থেকে যে সকল নর-নারী হজ্জব্রত পালন করতে যান তারা প্রায় সকলেই তামাত্তু হজ্জ করেন।

- মিকাত থেকে শুধু ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধতে হয়। (বিমানযাত্রীর ক্ষেত্রে এয়ারপোর্ট হতে ইহরামের কাপড় পরে মিকাতে নিয়ত করলেই হবে)।

- মক্কায় পৌঁছে ওমরার জন্য করণীয় বিষয়াবলী সম্পন্ন করতে হবে।
- জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ মক্কা হতে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধতে হয়। অবশ্যই হাজীদের সুবিধার্থে এখন ৭ই জিলহজ্জ সন্ধ্যায় মিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় ইহরাম বাঁধতে অসুবিধা নেই।

৮ই জিলহজ্জ (তালবীয়ার দিন)

- ইহরাম বাঁধা
- মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা
- মিনায় অবস্থান করে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ৯ই জিলহজ্জের ফজরের নামাজ আদায় করা। নামাজ শেষে প্রথমে তাকবীরে তাশরীক অতঃপর তালবিয়া পাঠ করা।

- চার রাকাআতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ মুসাফিরগণ (কসর) সংক্ষিপ্ত করে দু'রাকাত আদায় করতে হবে।

৯ই জিলহজ্জ (আরাফার দিন)

- সূর্য উদয়ের পর মিনা হতে আরাফার উদ্দেশ্য রওয়ানা।
- মসজিদে নামিরায় জামাতে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে যোহরের ওয়াক্তে যোহর এবং আসরের ফরজ নামাজ একত্রে আদায়।
- সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান এবং কেবলামুখী হয়ে বেশী করে জিকির ও দোয়া।
- খেয়াল রাখবেন যে, আপনাকে অবশ্যই আরাফার সীমানার ভিতরে থাকতে হবে।

- কোনক্রমেই সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা হওয়া যাবে না।
- সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে রওয়ানা।
- মুযদালিফায় পৌঁছে একত্রে মাগরিব ও এশার ফরজ নামাজ এশার ওয়াক্তে আদায়।
- মুযদালিফায় রাত্রি যাপন এবং ১০ই জিলহজ্জের ফজরের নামাজ আদায়।
- অসুস্থ মহিলাগণ এবং তাদের সহযোগিতাকারীগণ ব্যতীত অন্যরা কোনক্রমেই ফজরের নামাজের পূর্বে রওয়ানা করতে পারবেন না।

১০ই জিলহজ্জ (কোরবানীর দিন)

- সূর্য উদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা।
- বড় শয়তানকে ৭টি পাথর নিক্ষেপের জন্য মুযদালিফা হতে ছোট পাথর সংগ্রহ। পরবর্তী দিনগুলোর পাথর সেখান থেকে নেয়া যাবে।
- মিনায় পৌঁছে আল-জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা)-তে পরপর সাতটি পাথর নিক্ষেপ। ডান হাতের বৃদ্ধ এবং শাহাদাৎ আঙ্গুলের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে এবং শব্দ করে "আল্লাহু আক্‌বর" বলতে হবে।

তামাত্তু এবং ক্বিরান হজ্জ পালনকারীগণ হজ্জের দম (কুরবানী) যবেহ করতে হবে।

- মাথা মুড়ানো বা চুল ছাঁটতে হবে।
- বর্ণিত বিষয়াদি সম্পন্ন হলে আপনি প্রাথমিকভাবে হালাল হলেন, তাই, ইহরামের পোশাক ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরা উচিত।
- মক্কা শরীফে ফিরে গিয়ে হজ্জের ফরজ তাওয়াফ "তাওয়াফুল ইফাযা" আদায় করতে হবে। (এ তাওয়াফ বাদ পড়লে কারো হজ্জ হবে না)
- সাফা মারওয়ার সায়ী করতে হবে।
- সবশেষে আবার মিনায় ফিরে এসে অবস্থান ও রাত্রি যাপন।

১১, ১২, ১৩, জিলহজ্জের দিন

- (১১, ১২ই জিলহজ্জ) মিনায় অবস্থান এবং রাত্রি যাপন।
- সূর্য পশ্চিমে হেলে যাবার পর পর্যায়ক্রমে ঃ (ক) ছোট জামরা (খ) মধ্য জামরা এবং (গ) বড় জামরায় ০৭টি করে পাথর নিক্ষেপ।
- ওয়াক্তমত নামাজ পড়া, তবে মুসাফিরের জন্য চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ ২ রাকাত আদায় করা।
- অতি জরুরী প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি হজ্জের কাজ শেষ করতে হলে ১২ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনার সীমানা পেরিয়ে যেতে হবে।

- উত্তম হলো ১৩ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে পাথর নিক্ষেপ করা।
- মনে রাখবেন এ দিনগুলোতে জোহরের আজানের পর পাথর মারা শ্রেয়।

বিদায়ী তাওয়াফ

- হজ্জের সমস্ত কাজ শেষ হবার পর মক্কা শরীফ ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে।
- বিদায়ী তাওয়াফের পর সায়ী নেই।
- পূর্বে যদি কারো কোন তাওয়াফে ইফাযা (হজ্জের ফরজ তাওয়াফ) করা সম্ভব না হয়ে থাকে এবং মক্কা ছেড়ে যাবার শেষ

মুহূর্তে "তাওয়াফ ইফাযা" সম্পন্ন করে তবে তার আর বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না।

মদিনা শরীফে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যিয়ারত

- হজ্জের পূর্বে অথবা পরে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারত করা সুন্নাত।
- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে, তাঁর মসজিদ নববীতে ৪০ (চল্লিশ) ওয়াক্ত নামাজ পড়ার রেওয়ায়েত আছে।

যিয়ারতের নিয়ম

- মদিনা শরীফে পৌছে পাক-পবিত্র হয়ে অজু অবস্থায় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতে হবে।

- যিয়ারতকারীগণের জন্য প্রথমে দু'রাকাত দাখিলা নামাজ মসজিদের যে কোন জায়গায় পড়া সুন্নত।
- তারপর হযরত (সাঃ)-এর রওজা মোবারকের দিকে মুখ করে দরূদ ও সালাম দিতে হবে।
- এরপর সামান্য উত্তর-পূর্বাংশে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কবরের সামনে গিয়ে তাঁকেও সালাম দিতে হবে।
- তারপর সামান্য উত্তর-পূর্বাংশে হযরত উমর (রাঃ) এর কবরের সামনে গিয়ে তাঁকেও সালাম দিতে হবে।

যিয়ারতের সময় যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ

- মদিনা শরীফের যিয়ারতের আওতায় রাসুল (সাঃ) এর রওয়াজা মোবারক

যিয়ারত এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের কবর ও শহীদদের কবর যিয়ারতে অন্তর্ভুক্ত।

- যিয়ারত হজ্জের কোন অংশ নয় তবে রওজা শরীফ যিয়ারতের সময় সালাম দেওয়া এবং গুণাহ মাফের জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাফাআত কামনা করা যিয়ারতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

  রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা শরীফ স্পর্শ করা বা চুম্বন করা বিদআত।
- মদিনা শরীফের কুবা মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা সওয়াবের কাজ।
- সবসময় মসজিদে নববীতে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা কর্তব্য। আল্লাহ আপনাকে সহীহভাবে হজ্জব্রত পালন করার তাওফিক দান করুন।

আমিন।